

নিউ খিরোটাসে'র

অনবত্ত চিত্র নিবেদন—

দিদি



—পরিবেশক—

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড।

DIDI 1937

ଦିଦି

ଚରିତ

ପ୍ରଭାବତୀ	...
ପ୍ରକାଶ	...
ଶୀଳା	...
ଡା: ବ୍ୟାନାର୍ଜି	...
ଦୀଲୁ	...
ମି: ବ୍ୟାନାର୍ଜି	...
ସେକ୍ରେଟାରୀ (କାକାବୁ)	...
ପ୍ରକାଶେର ବିଧବୀ ଭଗିନୀ	...
ପ୍ରକାଶେର ଭାଗିନୀଙ୍କେ	...

ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ	
ସାଯଗଲ	
ଶୀଳା ଦେଶାଇ	
ହର୍ଗୀଦାସ ବନୋପାଧ୍ୟାୟ	
ଅମର ମଞ୍ଜିକ	
ଭାରୁ ବାନାର୍ଜି	
ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟାର୍ଜି	
ଦେବବାଲା	
ଶ୍ରୀମନ୍ ପ୍ରଭାତ	

କାରଥାନାର ଦୁଶ୍ୟାଦି ତୁଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାସନ୍ତୀ କଟନ୍
ମିଲ୍ସ୍ ଲିଃ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ କେମିକାଲ ଏଣ୍ ଫାର୍ମାସିଟିକାଲ୍
ଓୟାର୍କ୍ସ୍ ଲିଃ ଆମାଦେର ସବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରାର ଜଳ
ତାହାଦେର ଆନ୍ତରିକ କୁତୁହଳ ଓ ଧୟବାଦ ଡାପନ
କରିତେଛି । —ନିଉ ଥିଯେଟାସ୍ ॥

ଦିଦି

“ଚୁପ ! ଚୁପ ! ଐ ବାଦ ଆସିଛେ ।”
ପ୍ରଭାବତୀ କଟନ୍ ମିଲ୍ସ୍ ଲିମିଟେଡ଼ର ପ୍ରେସିଡେଟ୍, ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କେ ସକଳେ
ତଥ୍ କରିତ ବାବେର ମତ—କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଓ କରିତ କମ ନାହିଁ ।
ମକଳେଇ ଜାନିତ, କାହାର ଅନ୍ତର କର୍ମନିଷ୍ଠାୟ ବାର ବେଂସର ପୁର୍ବେକାର
ଏକଟି କୁନ୍ଦ ମିଲ, ଆଜ ହଇୟା ଉଠିଯାଇଛେ ଏକଟି ଶୁମହାନ କାରଥାନା ! କାରଥାନାର
ମକଳ ଭାର ସଥନ ତାହାର ଉପର ପଡ଼େ, ପ୍ରଭାବତୀ ତଥନ ଛିଲ ଘୋଡ଼ଶି ତରୁଣୀ ।
ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳ ତାହାର କାଟିଯାଇଛେ କେବଳ ଅନ୍ତର୍କାନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ବସର କର୍ମ-
ବାସ୍ତବାର ମଧ୍ୟେ କାରଥାନାର ରନ୍ଧ୍ର ଚାହାରେ ବସନ୍ତେର ଚଂଗ ମମ୍ବିରଣ ଏକଟୁ ଓ
ପ୍ରବେଶାଧିକାର ପାଇଁ ନାହିଁ ।

କାରଥାନା ହିତେ ଅକେଜେ ଏବଂ ଅବାଞ୍ଜିତ କର୍ମୀଦେର ଯେମନ ଶାନ୍ତ
ଦୃଢ଼ତାର ମହିତ ସରାନ ହିତ, କର୍ମନିଷ୍ଠାର ଜନ୍ମ କର୍ମୀଦେର ପୁରସ୍କାର ଓ ଟିକ
ତେମନଭାବେଇ ଦେଉୟା ହିତ । କୋନ କିଛୁତେହି ମେହ ଭାଲବାଦାର ଯୋଗ
ଛିଲ ନା । ଏକଦିନ, କାରଥାନାର ଏକ ମାତ୍ରା କାରିଗର, ପ୍ରକାଶ, ନିଜେର
ଥୋଗୁମତ କତକଞ୍ଜିଲ ପାଡ଼େର-ନଙ୍ଗା ତୈୟାରୀ କରିଯା ପ୍ରଭାବତୀର ନିକଟ
ମେଗୁଲିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରମାନେର ଚେଷ୍ଟା କରିଲ । କେବଳ ତାହାଇ ନହେ, କାରଥାନାର
ଦୁଇ ଏକଟି କଲକଜ୍ଜା ସମ୍ବନ୍ଧେ ନିଜେର ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରିଯା ବଲିଲ, ଯେ
କଲେ ମେ କାଜ କରେ ତାହା ବିପଞ୍ଜନକ ।

ଏହି ଆସ୍ପକ୍ଷିକାର ଫଳେ ପ୍ରକାଶେର ଚାକୁରୀ ଗେଲ ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶେର କଥାହି ଫଳିଲ । ପ୍ରକାଶ ଯେ କଲେ କାଜ କରିତ,
ଦେଇ କଲେ ନବନିୟକ୍ରମ ବାକ୍ତିର ବିପଦ ଘଟିଲ ! ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କେ ଜୀବନେ ଏହି
ପ୍ରୟେମ ଏକଜନ ବିଭାଗିତ କର୍ମୀର କଥା ମନେ କରିଯା ଚିନ୍ତିତ ଦେଖ ଗେଲ ।

* * *

ବିଧବୀ ଭଗିନୀ ଓ ନାବାଲକ ଭାଗିନୀଙ୍କେ ଲାଇୟା ପ୍ରକାଶେର କଟେର
ଅବଧି ରହିଲ ନା । ପଥେ ପଥେ କାର୍ଯ୍ୟେ ଚେଷ୍ଟାଯ ସ୍ଥିରିଯା ଭଗ୍-ମନ କ୍ଲାନ୍ଟଦେହ
ପ୍ରକାଶ, ଏକଦିନ ଏକ ଦେଓୟାଲେର ଛାଯାଯ ତାହାର କ୍ଲାନ୍ଟ ଦେହ ଏଲାଇୟା ଦିଲ ।

କିନ୍ତୁ କେ ଜାନିତ ଯେ ଦେଓୟାଲ୍ ଏକଟି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସେର, ଆର କେନାହ
ବା ଏହି ସମୟ ପଥଚାରୀ ଏକ ବାଲକେର ବୀଶରୀତେ ବାଜିଯା ଉଠିଲ—ମିଳନ ରାଗିନୀ !

ଏହିଥାନେ ଘଟିଲ ପ୍ରକାଶ ଓ ଶୀଳାର ପରିଚୟ । କିନ୍ତୁ କଲେଜେ ପ୍ରଭାବତୀର
କନିଷ୍ଠା ଭଗିନୀ ବଲିଯା ଶୀଳା ନିଷ୍ଠାର ପାଇଲ ନା, ନିତାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ମତ ଆଚ-
ରଣେର ଜନ୍ମ କଲେଜ ହିତେ ତାହାର ନାମ କାଟା ଗେଲ ।

ଶୀଳା ଯେ କେବଳ ଦିଦିର ଚେଷ୍ଟେ ବସନ୍ତେ ଅନେକ ଛେଟ ତାହାଇ ନୟ, ତାହାର
ଆନନ୍ଦ-କଞ୍ଚଳ ଦେହ-ମନ ଛିଲ ତାହାର ଦିଦିର ମଞ୍ଜୁର୍ ବିପରୀତ । କେବଳମାତ୍ର
ପରମ୍ପରେର ପ୍ରତି ଭାଲବାଦାୟ ତାହାର ଛିଲ ଅଭିନ୍ନ ।

* * *

ଏହିକେ, ଯେ ନଙ୍ଗା ପରିକଳନାର ଜନ୍ମ ପ୍ରକାଶେର ଚାକୁରୀ ଗିଯାଇଲ,
ବାଜାରେ ତାହା ମହା ସମାଦର ଲାଭ କରିଲ । ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କେ ଜୀବନେ ଏହି
ପ୍ରୟେମ ଏକଜନ ପଦଚୂତ କର୍ମୀର ବିଷୟ ପୁନର୍ବିବେଚନା କରିତେ ଦେଖ ଗେଲ ।
ସୁନ୍ଦିକିଂସକ ଏବଂ ସୁପଣ୍ଡିତ ଭାଙ୍ଗାର ବ୍ୟାନାର୍ଜିଓ ଛିଲେନ ପ୍ରକାଶେର ସମକ୍ଷେ ।
ଏହି ଡା: ବ୍ୟାନାର୍ଜି ବାହିରେ କୋମ୍ପାନୀର ଏକଜନ ଡିରେଟ୍ରେ ଓ ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ୍ରେ

একজন বিশিষ্ট বঙ্গ বলিয়াই পরিচিত, কিন্তু তাহার অন্তরে প্রভাবতীর প্রতি বক্ষত ছাড়া বোধ হয় আরো অনেক কিছু সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রকাশের সহকর্মী ও বঙ্গ দীর্ঘ তাহাকে প্রেসিডেটের নিকট তাহার পূর্খপদ ভিক্ষা করিতে বলিল। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না, প্রেসিডেট অপ্রত্যাশিতভাবে স্বয়ং আসিয়া তাহাকে কারখানায় পুনর্নিযুক্ত করিলেন—বহু উচ্চতর পদে নজরবিভাগের সর্বমূল কর্তা করিয়া!

পথে, আনন্দে অবীর প্রকাশ, প্রিয়জনদের জন্য বহুবিধ উপহার সন্তান লইয়া ছুটিয়াছে, এমন সময় ঘটিল মোটর-সংঘাত ও শীলার সহিত পুনর্বার সাক্ষণ্য!.....

ইহার পর যেদিন দদি, তাহারই আপিসে প্রকাশের শীলার পরিচয় করাইয়া দিলেন, সেইদিন তাহাদের আনন্দ-বিস্ফুরের আর সীমা রহিল না।

* * *

প্রকাশের কপাল ফিরিয়া গেল। পদোন্তি হইতে হইতে ক্রমে সে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার-পদ প্রাপ্ত হইল?

প্রেসিডেট যেন প্রকাশকে এক নৃতন চোখে দেখিতে স্বরূপ করিয়াছেন! ইহা কেবল কি প্রকাশের কর্মসূচীর জন্য, না অন্ত কোন কারণে?....

প্রকাশের ভগিনী তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলে দীর্ঘ বাধা দিয়ে বলে, “একটু সবুর কর, কেবল রাজকণ্ঠা নয়, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ রাজস্বটাই আসবে!”....

এদিকে শীলার বিবাহের জন্য তার দিদিও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ডাক্তার বানার্জীর ভাতা, সত্ত বিলাত ফেরৎ মিঃ বানার্জীর প্রতি শীলাকে তেমন প্রেমযুগ্ম বলিয়া মনে হইল না যদিও মিঃ বানার্জীর শীলাকে পাইবার আগ্রহের কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

* * *

শীলা, দিদির অঙ্গুত পরিবর্তন উপলক্ষ করিল! প্রসাধনে চির-বিমুখ দিদি সহসা যেন কৃপমাধ্যনাস্তি অতি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে! তবে কি এতদিনে ডাক্তার বানার্জীর ভাগ্য ফিরিল? ডাক্তার বানার্জীও যেন একটু আশাবিত হইয়া উঠিলেন।

সেই কলের মত কঠিন মাঝুষটির যেন সহসা অন্তর্ধান ঘটিল! তাহার পরিবর্তে জাগিয়া উঠিল একটি চিরবঞ্চিত নারীবন্দন্য, তাহার চিরস্মন সকল দাবী লইয়া.....বসন্তের বহুকালক্রম বাতাস আজ আর বাধা মানিল না!

ডাক্তার বানার্জীর স্বন্দর্ভিতে কিন্তু প্রভাবতীর এই হঠাৎ পরিবর্তনের যথার্থ কারণটি ধৰা পড়িয়া গেল! তাহার নিতান্ত প্রিয়জনদের

অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত উরিপ হইয়া উঠিলেন।

* * *

ডাক্তার বানার্জীর আশঙ্কাই একদিন সতো পরিগত হইল। তাই যে-দিন দিদির জন্মোৎসব উপলক্ষে তারই ড্রয়িংরুমে, ডাক্তার বানার্জীর রচিত একটি নাটক, অভিনীত হইতেছিল—সেদিন বাস্তব জীবন-নাট্যের বিচ্চির আবর্তনে প্রভাবতী ও শীলা দেখিতে পাইল, প্রেমের রাজ্যে তাহারা দুই ভগিনী প্রতিবন্ধিনী!

সেই রাত্রে শীলা তাহার দিদিকে তাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল! সে তাহার দিদির স্থানের জন্য নিজের সকল স্থান, সকল দাবী তাগ করিতে চায়!

কিন্তু দিদি কি কনিষ্ঠাকে বঞ্চিত করিয়া নিজের স্থানের কথা কল্পনা করিতে পারে।

প্রকাশও শীলাকে ভুল বুঝিল! সে তাহার ব্যার্থ দুয়োকে অক্রান্ত কর্মের মধ্যে আকষ্ট নিমজ্জিত করিয়া দিল! ভীষণ কর্মতাড়নায় কারখানার সকল কর্মীর সহ-সীমা ভাগিবার মত হইল!

* * *

প্রিয়বঙ্গ দীর্ঘ প্রকাশকে নিবৃত্ত করিতে বিফল হইয়া তাহার মহাশক্ত হইয়া উঠিল!

কারখানার চারিদিকেই বিশ্বজগত ও অরাজকতা.....প্রকাশের বিরক্তে সকলেই বিদ্রোহী, কে তাহাকে এবং কারখানাকে এই অবস্থা হইতে উত্তার করিবে? ডাক্তার বানার্জী কি করিতে পারেন?শীলা কোথায়? দিদি কি করিবে? তাহার প্রিয়তমের জীবন বিপন্ন, তাহার প্রিয়তমা শীলা নিরন্দেশ!

একব্যন্তে দুটি শুন্দর কুলের মতই দুই বোন, পরম্পরারের প্রতি মেহে অক্রুতিম, অভিন্ন.....কিন্তু তাহারা আজ প্রেমের অঙ্গনে প্রতিবন্ধী?

দিদি চায় কনিষ্ঠাকে স্থৰ্থী করিতে, কনিষ্ঠা চায় আজগ্য-বঞ্চিতা দিদিকে স্থৰ্থী দেখিতে। ডাক্তার বানার্জী প্রার্থনা করেন—“প্রভাবতী স্থৰ্থী হো”ক—শীলা স্থৰ্থী হো’ক—যে কারখানা এতগুলি লোকের অন্ত দিতেছে, সেই কারখানা বাঁচিয়া থাক, তাহার আরো উন্নতি হো’ক।” কিন্তু মাঝুষের সাধ্য কতটুকু, জীবন-পথের সকল বাধা-বিপত্তি কি মাঝুষ নিজের ইচ্ছামত কাটাইয়া যাইতে পারে? আজ প্রভাবতীর জীবনে যে সমস্যা আসিয়াছে, তাহার শেষ কি, কে তাহার সমাধান করিয়া দিবে? মানব-ভাগ্যবিধাতা ইহার কি সমাধান করিবেন, তাহা কি মাঝুষ বলিতে পারে?

গান

(১)

রাজার কুমার পক্ষীরাজে দেশ বিদেশে ঘুরে এসে
তেপাস্তরের বটের ছায়ায় ক্লান্ত হ'য়ে ব'সলো শেষে।
স্মর্যি তখন পাটে নামে রাজার কুমার ভাবছে একা
স্বপন-পুরীর রাজকণ্ঠা এমন সময় দিলেন দেখ।

(২)

জলভরা মেষ রঘনা চিরকাল
মাইনে বেড়েছে !
রাঙা আলোর ঝিলিমিলি ছড়িয়ে দেবে মায়াজাল
জলভরা মেষ রঘনা চিরকাল !
প্রতি মাসে চার'শ টাকা !
ব'সে থেকে হারিয়েছিলাম মাইনে যা,
একই হারে মিটিয়ে দেবে ব'লেছে তা।

(৩)

স্বপন দেখি প্রবালদীপে তুলবো আমি বাড়ী
সাগর থেকে ঝিলুক এনে গাঁথবো সোপান তারি—
আমার তিন মহলা বাড়ী।
শিশুর মত ছোট যেবা আকাশপারের মহলটা তার,
সবার হ'তে যে হয় বড় ভাণ্ডারী সে মণি কোঠার,
সকল জনার বইবো বোঝা নৌচের মহল রহিলো আমার
রামধনু সে উঠবে যথন আনবো তামে কাঢ়ি।

(৪)

প্রেম নহে মোর মৃহু ফুলহার দিল সে দহন জালা
তবু নিরজনে সে প্রেম লাগিয়া গাঁথি যে অঙ্গমালা।
হৃদয় আমার যেন দে কমল
তব পরশনে মেলিয়াছে দল
সে যে সহেনাগো ধরণীর আলো বেদনা গরল ঢালা।

সব চাওয়া মোর যদি হোলো ভুল
প্রিয়, সে ভুল আমার ভালো

বাথা ধূপ জলে হবে স্বরভিত্তি তুমি নিভানে প্রদীপে আলো।

প্রেমের দেউলে হথের পূজারী

রুধিরে অংকিত আলুনা তারি

বাহিরে যদি গো তোমারে হারাই অস্তরে তুমি আলো।

(৫)

চাঁদের বরণ রাণীর বিয়ে লক্ষ মাণিক জলে
তার মাঝে আজ মোদের হাসির মুক্তা পড়ে গ'লে।
চাঁদের বরণ রাণীর গলায় কোন কুলেরি মালা
জোছনা ধরায় সে ফুল কোটে মলয় সুবাস ঢালা।
বুন পাড়ানি বৰণা যেথায় ঘুঙুর প'রে ধায়
মেই সে দেশের সোনার কমল পরাবো খোপায়।
পরীর চোঁখের হিম শিশিরে যে ফুল কোটে রাতে
মেই কুলেরি কাঁকন হ'বে রাণীর কোমল হাতে।

আর এক কথা প'ড়লো মনে

আয়লো সথি কই গোপনে

এক আসনে রাজা রাণী ব'সবে কেমন ক'রে,
আসন তলে রহিবে রাজা রাণীর চরণ ধরে।

(৬)

প্রেমের পূজায় এইতো লভিলি ফল

উষর মরুতে কেন দিল অঁথি জল।

আসে অঁধিয়ার

নাই পথ আর

এ যে কাঁটা শুধু কোথা আছে ফুলদল।

কে তুমি কইছো সবারে বাসিতে ভালো

আলায়ে হৃদয় জালিতে প্রেমের আলো

অলথে রহিয়া

কে যাও কহিয়া

সুন্দর প্রেম

সে যে চারুহেন

হথের নিকটে রহে সে চির উজলা।

(৭)
দ্র মহয়া বনের বঁধু

তুমি তো স্বদূর নহ,

মোর হথের ধ্যানে আসি

ফুলের বারতা কহ।

ছিল নীরব আমার বাণী

তুমি হ'লে তাহে স্বর

নিলে আমার আমিরে তুমি

দ্র আজি নহে দ্র।

অঁথিজল যত বরিয়াছে মম

নেইতো আমার জয়,

অঁধির রঞ্জনী অবোঝে কাঁদিলে

প্রভাত মধুর হয়।

নিউ থিয়েটার্স'র অতুলনীয় চিত্রসম্পাদনা—



চণ্ডীদাস

সামুড়ে

মীরাবাঈ

পরিচয়

দেবদাস

উদয়ের পথে

ভাগ্যচক্র

নাস' সিসি

বিদ্যাপতি

রামের স্মৃতি

দেশের মাটি

প্রতিবাদ

মন্ত্রমুক্ত

—ঃ বি ক্ষুণ্ণ প্রিণ্টা ঃ—

নিউ থিয়েটার্স'র বাংলা চিত্রের একমাত্র পরিবেশক
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড
১২৫, ধৰ্মতলা ট্রীট, কলিকাতা।

Released 3-4-1937



ଦିଦି

ନିউ ଥିୟେଟାର୍ସେର ଅନବଞ୍ଚ ନିବେଦନ



ନିਊ ଥିୟେଟାର୍ସ

କଲିକାତା



জিনিট থিয়েটার্সের

মূলন চিত্র—

দিদি



দিদি

চরিত্র

প্রভাবতী,	}	চন্দ্রাবতী
প্রভাবতী কটন মিলের প্রেসিডেন্ট		
প্রকাশ	...	সায়গল
শীলা,	}	শীলা দেশাই
প্রেসিডেন্টের কনিষ্ঠা		
ডাঃ ব্যানার্জি	...	হর্গাদাস বন্দেপাধ্যায়
দীর্ঘ	...	অমর মল্লিক
মিঃ ব্যানার্জি,	}	ভাই় ব্যানার্জি
ডাঃ ব্যানার্জির ভাতা		
সেক্রেটারী (কাকাবাবু)	...	ইন্দু মুখার্জি
প্রকাশের বিধবা ভগিনী	...	দেববালা
প্রকাশের ভাগিনীয়	...	শ্রামান् প্রভাত

কারখানার দৃশ্যাদি তুলিবার, কার্য্যে বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ
এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ,
আমাদের সবিশেষ সাহায্য করার জন্য তাহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা
ও ধন্যবাদ জাপন করিতেছি।

ଦିଦି

ପରିଚାଳନା : ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପ : ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ :

ନୀତୀନ ବନ୍ଦୁ

ଶହକାରୀଗଣ :

ମୁଖୀର ମେନ, ଅମର ମରିକ, ବିନୟ ଚ୍ଯାଟାର୍ଜି

ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପ : ଦିଲ୍ଲିପ / ଗୁଣ୍ଡ

ଆମ୍ବଲ୍ ମୁଖ୍ୟାର୍ଜି

କେଷ୍ଟୋ ହାଲଦାର

○

ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା

ରାଇଟାର୍ ବଡ଼ାଳ

ପଞ୍ଜ ମଞ୍ଜିକ

○

ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା

ପି. ଏନ. ରାୟ

ଶହକାରୀଗଣ :

ଶୌରେନ ଦେମ

ଜଳୁ ବଡ଼ାଳ

ଅନ୍ଧାଖ ମେତ୍ର

○

ସଙ୍ଗୀତ ରଚିଯିତା : ଅଜୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ

ଶବ୍ଦଯତ୍ନ-ଶିଳ୍ପ

ମୁକୁଳ ବନ୍ଦୁ

ଶହକାରୀ :

ଶାମହନ୍ଦର ଘୋଷ

○

ରସାୟନା

ଶ୍ଵରୋଧ ଗାନ୍ଧୁଳୀ

○

ସମ୍ପାଦନା

ଶ୍ଵରୋଧ ମିତ୍ର

○



ଦିଦି

“ଚୁପ ! ଚୁପ ! ଏ ବାଘ ଆସିଛେ !”

ପ୍ରଭାବତୀ କଟନ ମିଲ୍ନ ଲିମିଟେଡ଼େର ପ୍ରେସିଡେଟ୍, ପ୍ରଭାବତୀକେ ସକଳେ ଭୟ କରିତ ବାଘେର ମତଇ—କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତାଓ କରିତ କମ ନାହିଁ ।

ସକଳେଇ ଜାନିତ, କାହାର ଅନ୍ତୁତ କର୍ମନିଷ୍ଠାଯ ବାର ବ୍ସର ପୂର୍ବେକାର ଏକଟି କୁନ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆଜ ହିୟା ଉଠିଯାଇଛେ ଏକଟି ସୁମହାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ! କାରଖାନାର ସକଳ ଭାର ସଥନ ତାହାର ଉପର ପଡ଼େ, ପ୍ରଭାବତୀ ତଥା ଛିଲ ବୋଡ଼ଶୀ ତରଗୀ ।

ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳ ତାହାର କାଟିଯାଇଛେ କେବଳ ଅନ୍ତାନ୍ତ ଏବଂ ଅନବସର କର୍ମବ୍ୟକ୍ତତାର ମଧ୍ୟ...କାରଖାନାର ଝନ୍ଦ ହୁଯାରେ ବସନ୍ତେର ଚଞ୍ଚଳ ସମୀରଣ ଏକଟୁ ଓ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ପାଇଁ ନାହିଁ ।

ଯେ, ଦିନେର ପର ଦିନ କଲେର ମତ ଚଲେ—ମେ ନିଜେ କଲେର ମତଇ ହିୟା ଉଠେ । ପ୍ରଭାବତୀଓ ତାହାଇ ହିୟା ଉଠିଯାଇଛି—କେବଳ



কাজ, কল, কারখানা লইয়াই মাঝের জীবন যে চলে না, প্রভাবতী
তাহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল।

#

কারখানা হইতে অকেজো এবং অবাঞ্ছিত কম্বোদের যেমন শাস্তি
দৃঢ়তার সহিত সরান হইত, কর্মনির্ণয়ার জন্য কম্বোদের পুরস্কারও
ঠিক তেমনি ভাবেই দেওয়া হইত। কোন কিছুতেই স্নেহ ভালবাসার
যোগ ছিল না। একদিন, কারখানার এক সামান্য কারিগর, প্রকাশ,

২ : দিদি :

ঃ নিউ থিয়েটার্স



নিজের খেয়ালমত কতকগুলি পাঢ়ের-নঞ্জা তৈয়ারী করিয়া প্রভাবতীর
নিকট সেগুলির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের চেষ্টা করিল। কেবল তাহাই

ঃ দিদি :

ঃ নিউ থিয়েটার্স : ৩



নহে, কারখানার ছই একটি কলকজা সম্পর্কে নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিল, যে কলে সে কাজ করে তাহা বিপজ্জনক।

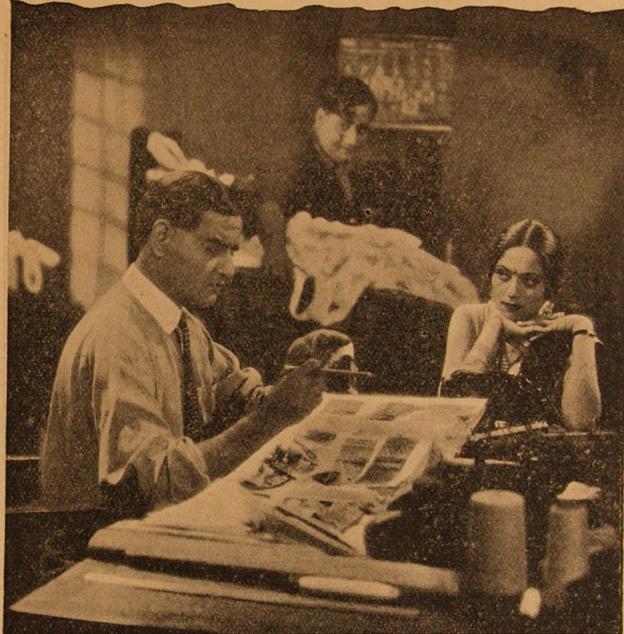
এই আস্পর্দার ফলে প্রকাশের চাকুরী গেল।

কিন্তু প্রকাশের কথাই ফলিল। প্রকাশ যে কলে কাজ করিত, সেই কলে নব-নিযুক্ত ব্যক্তির বিপদ ঘটিল! প্রভাবতীকেও জীবনে এই প্রথম একজন বিতাড়িত কর্মীর কথা মনে করিয়া চিন্তিত দেখা গেল।

* * * *

৪ : দিদি :

ঃ নিউ থিয়েটার্স :



বিধবা ভগিনী ও নাবালক ভাগিনেরকে লইয়া প্রকাশের কষ্টের অবধি রহিল না। পথে পথে কার্যের চেষ্টায় ঘূরিয়া ভগ্ন-মন ক্লান্ত-দেহ প্রকাশ, একদিন এক দেওয়ালের ছায়ায় তাহার ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিল !

কিন্তু কে জানিত যে দেওয়ালটি একটি ছাত্রী নিবাসের, আর কেনইবা এই সময় পথচারী এক বালকের বাঁশরীতে বাজিরা উঠিল—মিলন রাগিনী !

এইখানে ঘটিল প্রকাশ ও শীলার পরিচয়। কিন্তু কলেজে প্রভাবতীর কনিষ্ঠা ভগিনী বলিয়া শীলা নিস্তার পাইল না, নিতান্ত অসঙ্গত আচরণের জন্য কলেজ হইতে তাহার নাম কাটা গেল।

ঃ দিদি :
ঃ নিউ থিয়েটার্স : ৫



শীলা কেবল যে দিদির চেয়ে বয়সে অনেক ছোট তাহাই নয়, তাহার আনন্দ-চঢ়ল দেহ-মন ছিল তাহার দিদির সম্পূর্ণ বিপরীত। কেবলমাত্র পরম্পরারের প্রতি গভীর ভালবাসায় তাহারা ছিল অভিন্ন।

* * * *

এদিকে, যে-নজ্মা পরিকল্পনার জন্য প্রকাশের চাকুরী গিয়াছিল, বাজারে তাহা মহা সমাদর লাভ করিল। প্রভাবতৌকে জীবনে এই প্রথম একজন পদচ্ছত কর্মীর বিবরে পুনর্বিবেচনা করিতে দেখা গেল। সুচিকিৎসক এবং সুপণ্ডিত ডাক্তার ব্যানার্জি ও ছিলেন প্রকাশের সপক্ষে। এই ডাঃ ব্যানার্জি বাহিরে কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর ও প্রেসিডেন্টের একজন বিশিষ্ট বন্ধু বলিয়াই পরিচিত, কিন্তু তাঁহার অস্তরে প্রভাবতৌর প্রতি বন্ধু ছাড়া বোধ হয় আরো অনেক কিছু সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

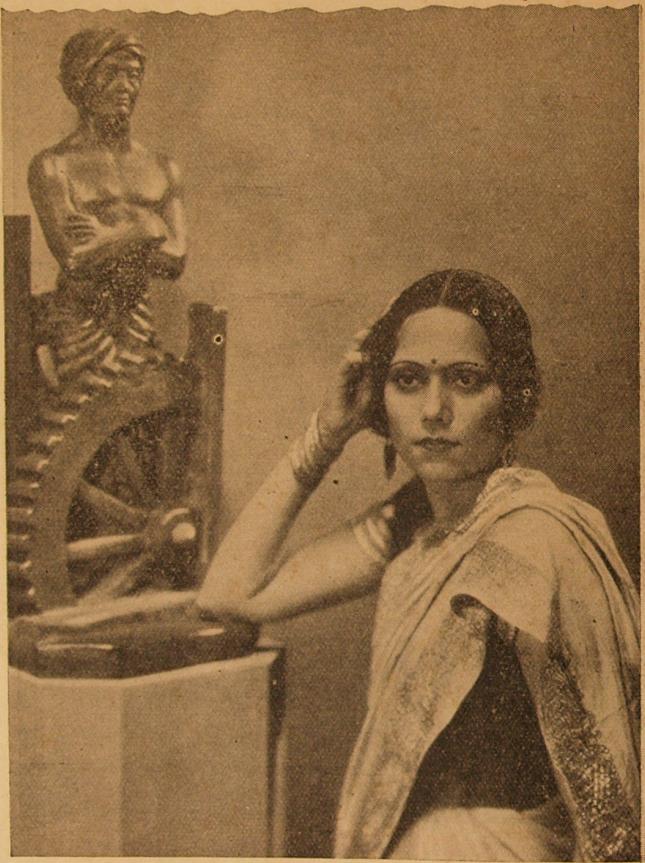
৬ : দিদি :
: নিউ থিয়েটার্স' :



প্রকাশের সহকর্মী ও বন্ধু দীর্ঘ তাহাকে প্রেসিডেন্টের নিকট তাহার পূর্ববপন ভিক্ষা করিতে বলিল। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না, প্রেসিডেন্ট অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বয়ং আসিয়া তাহাকে কারখানায় পুনর্গিযুক্ত করিলেন—বহু উচ্চতর পদে—নজ্মা-বিভাগের সর্ববর্ময় কর্তা করিয়া।

: দিদি :

: নিউ থিয়েটার্স' : ৭



পথে, আনন্দে অধীর প্রকাশ, প্রিয়জনদের জন্য বহুবিধ উপহার
সন্তার লইয়া ছুটিয়াছে, এমন সময় ঘটিল মোটির সংঘাত ও শীলার
সহিত পুনর্বার সাক্ষাৎ !

ইহার পর যে দিন দিদি, তাহারই আপিসে প্রকাশের সহিত



শীলার পরিচয় করাইয়া দিলেন, সেইদিন তাহাদের আনন্দ-বিঘ্নের
আর সীমা রহিল না ।

* * * *

প্রকাশের কপাল ফিরিয়া গেল ! পদোন্নতি হইতে হইতে ক্রমে
সে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার-পদ প্রাপ্ত হইল !.....

প্রেসিডেন্ট, যেন প্রকাশকে এক নৃত্ন চোখে দেখিতে সুরক্ষ
করিয়াছেন ! ইহা কেবল কি প্রকাশের কর্মনির্ণয়ের জন্য, না অত্য
কোন কারণে ?.....

প্রকাশের ভগিনী তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলে দীর্ঘ বাধা
দিয়া বলে, “একটু সবুর কর, কেবল রাজকণ্ঠা নয়, তার সঙ্গে
সম্পূর্ণ রাজস্বটাই আসবে !”.....

ঃ নিউ থিয়েটাস' : ৯
ঃ দিদি :



এদিকে শীলার বিবাহের জন্য তার দিদিও ব্যস্ত হইয়া উঠিল।
কিন্তু ডাক্তার ব্যানার্জির ভাতা, সদ্গবিলাত ফেরৎ মিঃ ব্যানার্জির
প্রতি শীলাকে তেমন প্রেমমুক্তা বলিয়া মনে হইল না, যদিও মিঃ
ব্যানার্জির শীলাকে পাইবার আগ্রহের কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

* * * *

শীলা, দিদির অস্তুত পরিবর্তন উপলক্ষ করিল! প্রসাধনে চির-
বিমুখ দিদি সহসা ঘেন রূপসাধনায় অতি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে!
তবে কি এতদিনে ডাক্তার ব্যানার্জির ভাগ্য ফিরিল? ডাক্তার
ব্যানার্জি ও ঘেন একটু আশাবিত্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু কেবল রূপ-সাধনায় নয়, দিদির সমস্ত জীবনে তার এই
নব-পরিবর্তন স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

সেই কলের-মত-কঠিন মাঝুয়াটির ঘেন সহসা অন্তর্ধান ঘটিল!
তাহার পরিবর্তে জাগিয়া উঠিল একটি চিরবঞ্চিত নারীহৃদয়, তাহার



চিরস্থন সকল দাঁবী লইয়া.....বসন্তের বহুকালঝন্ড বাতাস আজ
আর বাধা মানিল না!

ডাক্তার ব্যানার্জির স্মৃদ্ধিতে কিন্তু প্রভাবতীর এই হঠাৎ-
পরিবর্তনের বৰ্থাৰ্থ কাৰণটি ধৰা পড়িয়া গেল! তাহার নিতান্ত
প্ৰিয়জনদের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

...

ডাক্তার ব্যানার্জির আশঙ্কাই একদিন সত্যে পরিগত হইল।
তাই যে-দিন দিদির জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে, তারই ড্ৰিঙ্কমে ডাক্তার
ব্যানার্জির রচিত একটি নাটক অভিনীত হইতেছিল—সেদিন
বাস্তব জীবন-নাট্যের বিচিৱ আবৰ্তনে প্ৰভাবতী ও শীলা দেখিতে
পাইল, প্ৰেমের রাজ্যে তাহারা হই ভগিনী, প্ৰতিদৰ্শী!

***** : নিউ থিয়েটার্স' : ১১
ঢ দিদি :



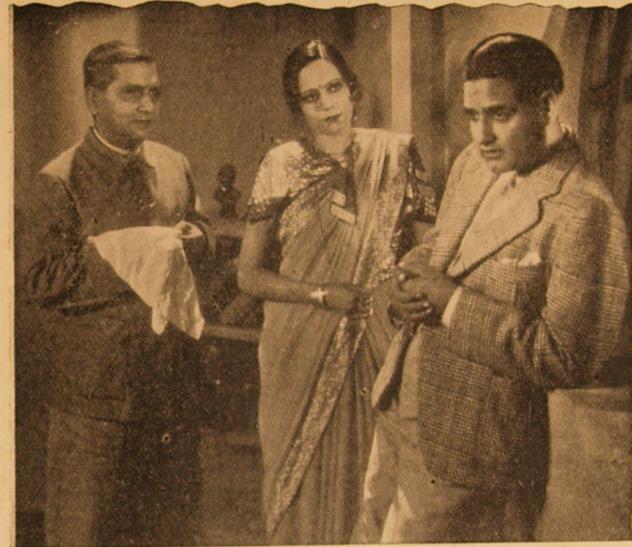
সেই রাত্রে শীলা তাহার দিদিকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া
গেল ! সে তাহার দিদির শুখের জন্য নিজের সকল শুখ, সকল দাবী
ত্যাগ করিতে চায় !

কিন্তু দিদি কি কনিষ্ঠাকে বঞ্চিত করিয়া নিজের শুখের কথা
কল্পনা করিতে পারে ?

প্রকাশও শীলাকে ভুল বুঝিল ! সে তাহার ব্যর্থহৃদয়কে অক্লান্ত
কর্মের মধ্যে আকর্ষ নিমজ্জিত করিয়া দিল ! অক্লান্ত কর্ম-তাড়নায়
কারখানার সকল কর্মীর সহ-সীমা তান্দিবার মত হইল !

* * * *

প্রিয়বন্ধু দীর্ঘ প্রকাশকে নিরুত করিতে বিফল হইয়া তাহার
মহাশক্ত হইয়া উঠিল !



কারখানার চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা.....প্রকাশের
বিরুদ্ধে সকলেই বিদ্রোহী, কে তাহাকে এবং কারখানাকে এই
অবস্থা হইতে উদ্বার করিবে ? ডাক্তার ব্যানার্জি কি করিতে পারেন ?
.....শীলা কোথায় ? দিদি কি করিবে ? তাহার প্রিয়তমের জীবন
বিপর্য, তাহার প্রিয়তমা শীলা নিরন্দেশ !

সংসারের এই বিচিত্র সমস্যা লইয়াই মানুষের জীবন ! কঠোর
বাস্তবের সহিত মানব-হৃদয়ের প্রেমভালবাসার অনন্ত সংগ্রাম !
একবন্ধে দু'টা শুভশুন্দর ফুলের মতই দুই বোন, পরিপ্রেরের প্রতি
স্নেহে অক্ষতিম, অভিন্ন.....কিন্তু তাহারাই আজ প্রেমের অঙ্গনে
প্রতিদ্বন্দ্বী !

দিদি চায় কনিষ্ঠাকে শুধী করিতে, কনিষ্ঠা চায় আজন্ম-বঞ্চিতা
দিদিকে শুধী দেখিতে। ডাক্তার ব্যানার্জি প্রার্থনা করেন—

“প্ৰভাৱতী স্বৰ্থী হো’ক—শীলা স্বৰ্থী হো’ক—যে কাৰখানা এতগুলি
লোকেৰ অন্ন দিতেছে, সেই কাৰখানা বাঁচিয়া থাক, তাহাৰ আৱো
উন্নতি হোক !” কিন্তু মাঝৰে সাধ্য কতটুকু, জীবন পথেৰ সকল
বাধা বিগতি কি মাঝৰে নিজেৰ ইচ্ছামত কাটাইয়া যাইতে পাৱে ?
আজ প্ৰভাৱতীৰ জীবনে যে সমস্যা আসিয়াছে, তাহাৰ শেষ কি,
কে তাহাৰ সমাধান কৰিয়া দিবে ? মানবভাগ্যবিধাতা ইহাৰ কি
সমাধান কৰিবেন, তাহা কি মানুষ বলিতে পাৱে ?



গান

(১)

রাজাৰ কুমাৰ পক্ষীৱাজে দেশ বিদেশে ঘুৱে এসে
তেপান্তৱেৰ বটেৱ ছায়ায় ক্লান্ত হ'য়ে ব'সলো শেৰে।
সূৰ্য্য তখন পাটে নামে রাজাৰ কুমাৰ ভাৰছে একা
স্বপন-পুৱীৰ রাজকল্পা এমন সময় দিলৈন দেখা।

(২)

জলভৰা মেঘ রয়না চিৰকাল
মাইনে বেড়েছে !
রাঙা আলোৰ বিলিমিলি ছাড়িয়ে দেবে মাঝাজাল
জলভৰা মেঘ রয়না চিৰকাল।

ঃ নিউ থিয়েটাস’ : ১৫



অতি মাসে চার'শ টাকা !
ব'সে থেকে হারিয়েছিলাম মাইনে যা,
একই হারে মিটিয়ে দেবে ব'লেছে তা।



(৩)

ঘগন দেখি প্রবালধৌপে তুলবো আমি বাড়ী
সাগর থেকে বিমুক এনে গাঁথবো সোপান তারি—
আমার তিন মহলা বাড়ী !
শিশুর মত ছোট যেবা আকাশপারের মহলটা তার,
সবার হ'তে যে হয় বড় ভাঙারী সে মণি কোঠার,
সকল জনার বইবো বোঝা নীচের মহল রইলো আমার,
রামধনু সে উঠ'বে যখন আনবো তারে কাঢ়ি

(৮)

প্রেম নহে মোর মৃচ্ছ ফুলহার দিল সে দহন আলা।
 তব নিরজনে সে প্রেম লাগিয়া গাথি যে অশ্রুমালা।
 হৃদয় আমার যেন সে কমল
 তব পরশনে মেলিয়াছে দল
 সে যে সহেনাগো ধরণীর আলো বেদনা গরল ঢালা।
 সব চান্দ্রা মোর যদি হোলো ভূল
 প্রিয়, সে ভূল আমার ভালো।
 বাধা ধূপ জলে হবে শুরভিত (ভূমি) মিভানো প্রদীপে আলো।
 প্রেমের দেউলে ছথের পূজারী
 ঝুধিরে আকিঞ্চ আজনা তারি
 বাহিরে যদি গো তোমারে হারাই অন্তরে তুমি আলা।

(৯)

ঠান্ডের বরণ রাণীর বিয়ে লঙ্ঘ মাণিক জলে
 তার মাঝে আজ মোদের হাসির মৃত্তা পড়ে গ'লে।
 ঠান্ডের বরণ রাণীর গলায় কোন ফুলেরি মালা।
 জ্যোষ্ঠনা ধারায় সে ফুল ফোটে মলয় শুবাস ঢালা।
 ঘূম পাড়ানি ঝরনা যেথায় ঘৃত্তুর প'রে ধায়
 সেই সে দেশের সোগার কমল পরাবো বোপায়।
 পরীর চোথের হিম শিশিরে যে ফুল ফোটে রাতে
 সেই ফুলেরি কাঁকন হবে রাণীর কোমল হাতে।
 আর এক কথা প'ড়লো মনে
 আয়লো সখি কই গোপনে
 এক আসনে রাজা রাণী ব'সবে কেমন ক'রে,
 আসন তলে রহিবে রাজা রাণীর চৰণ ধরে।

১৮ : দিদি :

: নিউ থিয়েটার্স' :

(৬)

প্রেমের পূজায় এইতো লভিলি ফল
 উষর মরুতে কেন দিলি আঁখি জল।
 আসে আধিবার
 নাই পথ আর
 এ যে কাঁটা শুধু কোথা আছে ফুলদল।
 কে তুমি কহিছো সবারে বাসিতে ভালো
 আলায়ে হৃদয় জালিতে প্রেমের আলো।
 আলখে রহি।
 কে যাও কহিয়া
 শুন্দর প্রেম
 সে যে চাকুহেম
 ছথের নিকবে রহে সে চির উজ্জল।

(৭)

দূর মহয়া বনের বৈধু
 তুমি তো শুরু নই,
 মোর ছথের ধেয়ানে আসি
 ফুলের বারতা কহ।
 ছিল নৌরব আমার বাণী
 তুমি হ'লে তাহে শুর,
 নিলে আমার আমিরে তুমি
 দূর আজি নহে দূর।
 আঁখিজল যত ঝরিয়াছে মম
 সেইতো আমার জয়,
 আধাৰ রজনী অৱোৱে কাদিলে
 প্ৰভাত মধুৰ হয়।

: নিউ থিয়েটার্স' : ১৯
: দিদি :



নিউ থিয়েটার্স লিঃ, ১৭১, ধৰ্মতলা ট্ৰীই, কলিকাতা হইতে

শ্ৰীহেমস্কুমাৰ চট্টোপাধ্যায় কৰ্তৃক সম্পাদিত ও প্ৰকাশিত।

কালিকা গ্ৰেস ২৫, ডি. এল. ৱায় ট্ৰীই, কলিকাতা হইতে

শ্ৰীশশৰ চক্ৰবৰ্তী কৰ্তৃক মুদ্রিত।

